তারিখ ... 13 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

যুগান্তর

পুস্তক ক্রয় লইয়া অভিযোগ

পাবলিক লাইব্রেরি ও কলেজ লাইব্রেরিসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলির জন্য সরকার বই কিনিতে যে কমিটি গড়িয়াছিল, তাহাদের বই নির্বাচন লইয়া প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। সহযোগী একটি দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায়, শহীদ জিয়ার উপর লিখিত ১৪টি, বেগম জিয়ার উপর ৪টি বই নির্বাচন করা হইয়াছে। র‍্যাপিড রিডার হিসাবে শহীদ জিয়ার উপর লিখিত ১৭টি ও প্রধানমন্ত্রীর জীবন ও কর্মের উপর লিখিত ৩টি বই নির্বাচন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া দেশের অনেক খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিকের বই নির্বাচন করা হয় নাই বলিয়া অভিযোগ। রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও কিছু বই নির্বাচিত হইয়াছে, যেইগুলির লেখক মন্ত্রী-এমপি ও বিএনপি ঘরানার বুদ্ধিজীবী বলিয়া পরিচিত। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, নির্বাচিত পুস্তকসমূহের অধিকাংশ লেখকই অখ্যাত।

অভিযোগটি স্পর্শকাতর নিঃসন্দেহে। কেননা, সৃজনশীল পুস্তক রচনার সহিত জড়িত থাকিবার সুবাদে যাহারা সমাজে মাথা তুলিয়া রহিয়াছেন, তাহারা খ্যাতিতে যেমন দিবাকান্ত তেমনি সৃষ্টিতে অক্লান্ত। এই সকল বুদ্ধিবেত্তাকে এড়াইয়া যদি বই নির্বাচক কমিটি নির্বাচন সম্পন্ন করে, তাহা হইলে তাহাকে একচক্ষু কর্ম বলিয়া চিত্রিত করা যায়। আদপে নির্বাচকমণ্ডলী সত্য সত্যই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিয়া খ্যাতিমানদের বই নির্বাচন করেন নাই, নাকি গুটিকতক চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীকে বাদ রাখিয়া বাকিদের তালিকায় রাখা হইয়াছে, উহা খতাইয়া দেখা উচিত। কারণ অভিযোগটি রাজনৈতিকভাবে করা হইলেও ইহা প্রমাণ করিতে হইলে বিরোধী ঘরানার বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের বই নির্বাচন তালিকার বাহিরে রাখা হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। পত্রিকায় যে কয়জন বুদ্ধিজীবীর নাম লেখা হইয়াছে তাহাদের কেহ কেহ বিগত সরকারের আমলে বই নির্বাচন কমিটির শিরোমণি ছিলেন। সেই সময় বিরোধী ঘরানার কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবীদের বই নির্বাচন করা হয় নাই। আর আজ যেমন শহীদ জিয়ার জীবন ও অবদান লইয়া বই লিখিত হইয়াছে এবং সেই সকল নির্বাচারে তালিকাভুক্ত হইয়াছে, বিগত সরকারের আমলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার উপর ডজন ডজন পুস্তক নির্বাচন করিয়া সরকার পাবলিক ও কলেজ লাইব্রেরির জন্য কিনিয়াছে। সেই সময় যেমন শহীদ জিয়া কিংবা জাতীয়তাবাদী ধারার লেখক-কবি-বুদ্ধিজীবীদের বই তালিকাভুক্ত হয় নাই তেমনি এখন বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে লিখিত পুস্তক বর্তমান কমিটি বিবেচনায় লয় নাই। বই কিনিবার উদ্যোগটি বিগত সরকার লইয়া উহাকে দলীয়করণের ছাপ মারিয়া যে ক্ষোভের সূচনা করিয়াছিল, তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে এই সরকারের আমলে। ইহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। আওয়ামী আমলে তাহাদের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের বই কলেজ ও পাবলিক লাইব্রেরি এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে গিয়াছে, বিএনপি আমলে তাহাদের কবি-বুদ্ধিজীবীদের বই যাইবে। ইহাতে যাহারা বঞ্চিত হইতেছেন তাহাদের উচিত পিছনের কীর্তির দিকে ফিরিয়া তাকানো। তবে এইবার গয়রহ সকল আওয়ামী বুদ্ধিজীবী-কবি-সাহিত্যিকদের বই নির্বাচন হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই। নির্বাচিত পুস্তক তালিকা যাচাই করিয়া দেখিলেই অনুমিত হইবে যে, মাত্র কড়ে আঙুলে গোনা যায়, এমন কয়েকজনকেই তালিকার বাহিরে রাখা হইয়াছে।

এই নির্বাচন ধারা জাতির সৃজনশীল কীর্তিমানদের কর্মপ্রবাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা মনে রাখিয়া নীতিনির্ধারকগণ গ্রন্থের গুণগত মান ও প্রয়োজনকে সামনে রাখিয়া তালিকা প্রস্তুত করিলে অনেক অখ্যাত, খ্যাতিমান-অলেখক, জনপ্রিয় নিম্নমানের লেখকের বই বাদ পড়িত। সেইটাই হইত যথার্থ। আমরা জনপ্রিয় নিম্নমানের লেখকদের বই পাঠকদের সামনে উপস্থাপনের বিরোধী।